শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নতুন মাত্রা 'সুশাসন ও শুদ্ধাচার দর্পণ'

জয়পুরহাটের আক্কেলপুর

শিশুদের মধ্যে সুশাসন ও শুদ্ধাচারের শিক্ষা প্রাথমিক পর্যায় থেকে দিতে এ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

প্রতিনিধি, *জয়পুরহাট*

ভান্ডারীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রঙিন ভবন। ছবি : প্রথম আলো

শ্রেণিকক্ষের এক পাশের দেয়ালে আঁকা ছবিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিচ্ছেন আর অন্য পাশের দেয়ালে আঁকা ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দিচ্ছেন। ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করছেন, তা-ও ছবিতে রয়েছে।

আরেক দেয়ালে শোভা পাচ্ছে উৎসাহমূলক বিভিন্ন চিত্র। সেখানে দেখা যাচ্ছে, মাদার তেরেসা অন্যের মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছেন, একজন চিকিৎসাসেবা দিচ্ছেন। এ রকম নানা দেয়ালচিত্র শোভা পাচ্ছে জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার ভান্ডারীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

বিদ্যালয়টিতে স্থানীয় প্রশাসন 'সুশাসন ও শুদ্ধাচার দর্পণ' কার্যক্রম চালু করেছে। এটি প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় একটি নতুন সংযোজন। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মাসুদুল হাসান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ কার্যক্রম চালু করেছেন।

বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেছে, টিনের ছাউনি ও সামনের দেয়ালজুড়ে রয়েছে রংধনুর ছবি। বিদ্যালয়ের বারান্দায় সততা স্টোর, মহানুভবতার দেয়াল, লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড বক্স (হারানো জিনিসের বাক্স), সচেতনতা গ্যালারি, নারী নির্যাতন ও করোনা প্রতিরোধবিষয়ক টিপস এবং অভিযোগ বাক্স। বিদ্যালয়টির প্রাক্-প্রাথমিক শিশুশ্রেণির কক্ষজুড়ে রয়েছে ফল, ফুল ও সৌরজগতের চিত্র। ওই কক্ষের নামকরণ করা হয়েছে 'শিশুস্বর্গতে স্বাগত'। প্রথম ও চতুর্থ দেয়ালচিত্রে বাংলাদেশ সৃষ্টির ইতিহাস ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে নৈতিক শিক্ষা গ্যালারি।

বিদ্যালয়ের এক পাশে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা নিজ উদ্যোগে ফুলের বাগান করেছেন। সেই বাগানে রয়েছে ঝরনা। বিদ্যালয় মাঠে রয়েছে চারটি ডিজিটাল সাইনবোর্ড। এসবের একটিতে সুশাসন ও শুদ্ধাচার দর্পণের মাধ্যমে যেসব সেবা মিলবে, তার তালিকা রয়েছে।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মাসুদুল হাসান বলেন, গত বছরের ২৫ আগস্ট তিনি এ উপজেলায় যোগ দেন। তিনি শিশুদের মধ্যে সততা, নীতিনৈতিকতার বিকাশ, দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে এ পদক্ষেপ নিয়েছেন। এসব কাজে উপজেলা প্রশাসনও সহযোগিতা করছে। মাসুদুল আরও বলেন, এর আগে তিনি দিনাজপুরের হাকিমপুর উপজেলায় করোনাকালে ঘরে বসে মেমোরি কার্ডে পাঠদান কার্যক্রমের সূচনা করেন। এই কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় তাঁকে দেশসেরা উদ্ভাবক-২০২১-এর মর্যাদা দিয়েছে। পর্যায়ক্রমে উপজেলার অন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতেও এ কার্যক্রম শুরু করা হবে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মীর মো. রেজাউন নবী বলেন, সুশাসন ও শুদ্ধাচার দর্পণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা উপকৃত হচ্ছে। আক্কেলপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম হাবিবুল হাসান বলেন, ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই সুশাসন ও শুদ্ধাচারের শিক্ষা একেবারেই প্রাথমিক পর্যায় থেকেই দেওয়া শুরু করেছেন। আজকের শিশুরা ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবে। তাঁদের পরিকল্পনা হলো যে কোমলমতি শিশুদের আধুনিক মননশীলতা, নীতিনৈতিকতায়, চারিত্রিক সততায় তাদের উন্নত মানুষ হিসেবে তৈরি করা।

Scanned with CamScanner